যুগান্তর

তারিখ 31 JUL 2015
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

বেআইনিভাবে স্কুল-কলেজে পাঠদানের অনুমতি

ঢাকা শিক্ষা বোর্ড কর্মকর্তাদের অব্যাহতি দিল দুদক

যুগান্তর রিপোর্ট

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন না নিয়ে গোপনে দুই শতাধিক স্কুল-কলেজকে পাঠদানের অনুমতি দেয়ার অভিযোগ থেকে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অব্যাহতি দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

২০০৯ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত অব্যাহতভাবে চলা গুরুতর অনিয়মের ওই অভিযোগ সম্প্রতি নথিভুক্তির (অব্যাহতি) মাধ্যমে নিষ্পত্তি করেছে কমিশন। দুদকের একটি সূত্র বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। চলতি বছরের জুন মাসে ওই অভিযোগের কোনো সত্যতা না পাওয়ায় দুদকের পক্ষ থেকে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বলেও সূত্রটি জানায়।

অভিযোগের বিষয়ে দুদক সূত্রে জানা যায়, বোর্ডের কর্তাব্যক্তিরা নামসর্বস্ব ও মানহীন দুই শতাধিক প্রতিষ্ঠানকে সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে পাঠদানের অনুমতি দিয়েছে। অভিযোগ ছিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ছাড়া ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের একটি সিন্ডিকেট স্কুলপ্রতি ১০ থেকে ১৫ লাখ টাকার বিনিময়ে নিম্ন মাধ্যমিক স্কুলকে মাধ্যমিক স্তরে এবং উচ্চ মাধ্যমিককে কলেজ ও ডিগ্রি স্তরের পরিবর্তন করে। অথচ বোর্ডের এ ধরনের কোনো ক্ষমতা বা এখতিয়ার নেই। এ সংক্রান্ত নীতিমালায় বলা হয়েছে, পাঠদানের অনুমতির জন্য স্থানীয় সংসদ সদস্যের ডিও (ডেলিভারি অর্ডার) লেটারের মাধ্যমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আবেদন করতে হবে। এরপর শিক্ষা বোর্ড সেই প্রতিষ্ঠান (স্কুল-কলেজ) সরেজমিনে পরিদর্শন করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে একটি প্রতিবেদন দেবে। তাদের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠান অনুমোদনের ১৩টি শর্ত (নিজস্ব জমি, অবকাঠামো, অবস্থান ইত্যাদি) পূরণ হলে পাঠদানের অনুমতি দেবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এ জন্য মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কমিটি প্রতিষ্ঠানের সব তথ্য খতিয়ে দেখবে। অথচ এখানে তা মানা হয়নি। সূত্র জানায়, ২০০৯ সাল থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে অনুমোদিত ওইসব প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব জমি বা অবকাঠামো অন্যান্য সুবিধা ছিল না বলেও অভিযোগে উল্লেখ ছিল। অসাধু একটি চক্র বোর্ডের শীর্ষ ব্যক্তিদের ম্যানেজ করে নীতিমালার শর্ত ইচ্ছেমতো শিথিল করে এসব প্রতিষ্ঠান অনুমোদন দেয়। বোর্ডের বড় কর্তা থেকে শুরু করে কর্মচারী ইউনিয়নের নেতারা এ সিন্ডিকেট চক্রের সঙ্গে জড়িত। তারা ভুয়া কাগজপত্র তৈরি করে নিজেরাই পাঠদানের অনুমোদন নিশ্চিত করেছেন। ঘটনার পেছনে ওই মেয়াদকালে থাকা সংশ্লিষ্ট প্রায় সব কর্মকর্তাই ছিল সন্দেহের তালিকায়।

এছাড়াও বোর্ডের ওই সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে নিয়ম বহির্ভূতভাবে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা কেন্দ্র দেয়ার অভিযোগ রয়েছে। দুদকের উপ-পরিচালক আবদুছ ছাত্তার অভিযোগটি অনুসন্ধান করেন।

আড়াই কোটি টাকা আত্মসাৎ